ইবি শিক্ষক সাদিয়ার খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহকারী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কুষ্টিয়ায় সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সকাল ১০টায় শহরের মজমপুর গেট এলাকায় নিহতের স্বজনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরা এই কর্মসূচি পালন করেন।

শিক্ষার্থীদের ব্যানারে আয়োজিত এই কর্মসূচি চলাকালে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

ঘণ্টাব্যাপী অবরোধ শেষে বিক্ষোভকারীরা মিছিল নিয়ে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে অবস্থান নেন। পরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে শিক্ষার্থীরা কর্মসূচি শেষ করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন নিহতের স্বামী ইমতিয়াজ সুলতান ও তার বড় মেয়ে তাইবা। তারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান। সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন।

গত ৪ মার্চ বিকেলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের নিজ কার্যালয়ে খুন হন শিক্ষক আসমা সাদিয়া রুনা। সে সময় ওই কক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারী ফজলুর রহমানকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। দুজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আসমা সাদিয়া রুনাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই হত্যা মামলার প্রধান আসামি ফজলুর রহমান বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে রয়েছেন। তবে মামলার অন্য তিন আসামি সমাজকল্যাণ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শ্যাম সুন্দর সরকার, সহকারী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান এবং সাবেক সহকারী রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ কুমার

বিশ্বাস এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে আসছেন নিহতের সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা।

এদিকে বিক্ষোভের কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সড়কে আটকে থাকে যাত্রীবাহী বাস, অ্যাম্বুলেন্সসহ বিভিন্ন যানবাহন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভোগান্তিতে পড়া যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করলে একপর্যায়ে তাদের সঙ্গে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ও হট্টগোলের ঘটনা ঘটে।

শিক্ষার্থীরা বলেন, শিক্ষক রুনা হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

অন্যদিকে সাধারণ মানুষ বলছেন, ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন থাকলেও সড়ক অবরোধ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা উচিত নয়।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।

পরবর্তীতে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনের ফটকে অবস্থান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থীরা এই কর্মসূচি পালন করেন।

নানা কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে ইবিতে ‘জুলাই শহীদ দিবস’ পালিত

নানা কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘জুলাই শহীদ দিবস’ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন ও গ্রাফিতি অঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং পবিত্র কুরআনখানি

ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ছিল।

বুধবার (১৬ জুলাই) টিএসসির ১১৬ নম্বর কক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল ‘জুলাই বিপ্লব/ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়’।

একই সময় ‘জুলাই বিপ্লব/স্বাধীনতার নতুন সূর্য/বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়’ শীর্ষক গ্রাফিতি অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ার শিক্ষক-কর্মকর্তা লাউঞ্জে। প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

ভাইস চ্যান্সেলরের রুটিন দায়িত্বে থাকা প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. এয়াকুব আলী দুপুর ১২টায় চিত্রাঙ্কন ও গ্রাফিতি অঙ্কন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করেন। ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোঃ এমতাজ হোসেন, প্রফেসর ড. এ.কে.এম. মতিনুর রহমান, ফাইন আর্টস বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ কামরুল হাসান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মোঃ শাহীনুজ্জামান, ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোঃ ওবায়দুল ইসলাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মুহ. মুজাম্মিল হক মোল্লাহ প্রমুখ এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে জুলাই শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমাম আশরাফ উদ্দীন খান। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. এয়াকুব আলী, ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, থিওলজি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আ.ব.ম. ছিদিকুর রহমান আশ্রাফী, প্রক্টর প্রফেসর ড. মোঃ শাহীনুজ্জামান, ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোঃ ওবায়দুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তোজাম্মেল হোসেন, প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির সহ বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দোয়া

মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

ইবি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের নতুন ভবন উদ্বোধন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্কুল ও কলেজ কম্পাউন্ডে এই ভবনের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম এয়াকুব আলী এবং ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. এমতাজ হোসেন, লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান, ইউট্যাব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি প্রফেসর ড. মো. তোজাম্মেল হোসেন, জিয়া পরিষদ শাখার সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ফারুকুজ্জামান খান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. শাহিনুজ্জামান, ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. ওবাইদুল ইসলাম, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মো. আলীমুজ্জামান টুটুল, প্রকল্প পরিচালক ড. নওয়াব আলী খান, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোয়াজ্জেম হোসেন, এবং প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মো. শরিফ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

ইবিতে ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায় ও বরণ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে মাস্টার্সের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায় ও নতুন বর্ষের শিক্ষার্থীদের বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসিতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. এয়াকুব আলী এবং ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।
আরও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. বেগম রোকসানা মিলি এবং ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. ওবায়দুল ইসলাম।

বক্তব্য রাখেন বিভাগের সাবেক শিক্ষক ও বর্তমানে খণ্ডকালীন নিয়োজিত প্রফেসর ড. শহিদুর রহমান এবং বিভাগের শিক্ষক ড. মিঠুন মোস্তাফিজ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিভাগের সভাপতি ড. আবু শিবলী মো. ফতেহ আলী চৌধুরী।

অনুষ্ঠান শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ইবিতে ক্যারিয়ার গাইডলাইন বিষয়ক সেমিনার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে “ক্যারিয়ার বিল্ডআপ গাইডলাইন অন ইসলামিক ব্যাংকিং” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২৫ মে) আল কোরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবনের ৪২৭ নম্বর কক্ষে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. এয়াকুব আলী এবং ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন থিওলজি অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. অ.ব.ম ছিদ্দিকুর রহমান আশরাফী।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের পোড়াদহ শাখার ব্যবস্থাপক আব্দুস সাত্তার এবং শৈলকুপা শাখার ব্যবস্থাপক চৌধুরী আতিকুজ্জামান।

সেমিনারে ইসলামিক ব্যাংকিং খাতে ক্যারিয়ার গড়ার সম্ভাবনা, প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

ছাত্রশিবির রাজনীতি চর্চা করে না, শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ

করে

ছাত্রশিবির রাজনীতি চর্চা করে না বরং শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করে’ বলে জানিয়েছেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম।

আজ বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়নে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, চব্বিশের আন্দোলন প্রায় ২ হাজার শহীদ ও হাজারো শিক্ষার্থী-জনতার পঙ্গুত্ব বরণ ও আহত হওয়ার বিনিময়ে সফলতা এসেছে। এই সফতলার মূল স্পিরিট হলো বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা ভোগ করা। এই সফলতার জন্য প্রথম ত্যাগী আবু সাইদ। আমরা সকলেই এই আন্দোলনের সামনে ছিলাম। চব্বিশের আন্দোলনে নায়ক খুঁজলে ছাত্রশিবির প্রথম সারিতে থাকবে। শিবির মেধাবীদের সংগঠন। যে শিবির করবে সৎ, দক্ষ, যোগ্য হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সভাপতি আরও বলেন, জাতির সামগ্রিক উন্নতিতে কোনো লিডারই কাজ করেনি। আমাদের দাস অনুদাসে করে তোলা হয়েছে। এটা রাষ্ট্রের বড় এক ত্রুটি। এই জায়গা থেকে বের হতে না পারায় যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। এটা জাতির সবচেয়ে বড় সংকট। আর যে সৎ ছিল তাকেই হত্যা করা হয়। তাই এখন নতুনদের এগিয়ে আসতে হবে। আমরা জাহেলিয়াত মুক্ত নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করতে চাই। জালিম সরকার হাসিনার পতনের মত একই কায়দায় নতুন প্রজন্ম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে জানে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কুষ্টিয়ায় পুলিশের গুলিতে শহীদ আব্দুল্লাহ আল মোস্তাকিমের পিতা লোকমান হোসাইন।

ছাত্রশিবির ইবি শাখার সভাপতি এইচ এম আবু মুসার সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাহমুদুল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ইবি শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, সাদ্দাম হোসেন হলের প্রভোস্ট ও বায়েটোকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কুষ্টিয়া-যশোর শাখার টিম সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলার সাবেক আমির

অধ্যক্ষ এ কে এম আলী মহসিন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক সোহেল, কুষ্টিয়া শহর শাখার সভাপতি সেলিম রেজা অতিথি ছিলেন।

ইবিতে র্যাগিংয়ের ঘটনায় ৬ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে ভাঙচুর ও নবীন এক ছাত্রকে র্যাগিংয়ের ঘটনায় ৬ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বহিষ্কৃতদের মধ্যে একজনকে স্থায়ী ও ৫ জনকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২৪ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) এইচ এম আলী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, মেডিকেল সেন্টারে ভাঙচুরের ঘটনায় আইন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রেজওয়ান সিদ্দিকী কাব্যকে স্থায়ী এবং র্যাগিংয়ের অভিযোগে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের হিশাম নাজির শুভ, মিজানুর রহমান ইমন, শাহরিয়ার হাসান, শেখ সালাউদ্দিন সাকিব ও সাদমান সাকিব আকিবকে ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। ছাত্রশৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নিয়েছে।

এর আগে ২০২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০২২-২৩ সেশনের নবীন এক শিক্ষার্থী লিখিতভাবে র্যাগিংয়ের অভিযোগ করেন তারই বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ৫ ছাত্রের বিরুদ্ধে। পরদিন ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে কর্তৃপক্ষ। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ওই ৫ জনকে প্রথম বর্ষের ২য় সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। গত ১৯ ডিসেম্বর ছাত্র শৃঙ্খলা কমিটির ১২তম সভায় তাদেরকে সাময়িকভাবে বহিষ্কারের

সুপারিশ করা হয়।

এদিকে, ২০২৩ সালের ১০ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পরে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ১৫ জুলাই কাব্যকে সাময়িক বহিষ্কার করে তদন্ত কমিটি করে কর্তৃপক্ষ। কমিটিতে ছাত্র-উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. শেলীনা নাসরিনকে আহ্বায়ক করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হওয়ায় আইন বিভাগের শিক্ষার্থী কাব্যকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ।

এর আগে ৫ নভেম্বর রেজওয়ানকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডেকেছিল কর্তৃপক্ষ, তবে তিনি উপস্থিত হননি। পরে ১৯ ডিসেম্বর ছাত্র শৃঙ্খলা কমিটির ১২তম সভায় তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়। তারই পরিপেক্ষিতে ২৪ জানুয়ারি বুধবার ৬ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

ইবির জাজে’স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হলেন মেহেরপুরের রুপক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) জাজে’স অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে আইন বিভাগের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ও বিচারক (জেলা জজ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ঝিনাইদহ’র মিজানুর রহমানকে সভাপতি ও নবম ব্যাচের শিক্ষার্থী বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার (বিচার) (জেলা জজ), এসকে,এম, তোফায়েল হাসান রুপককে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

শুক্রবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৬তম বাংলাদেশ জুড়িসিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্তদের সংবর্ধনা উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় জাজে’স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি ভার্চুয়াল

মিটিংয় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে সংগঠনটির কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করা হবে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র জেলা জজ সিরাজুদ্দৌলাহ কুতুবী, হাফিজুর রহমান, আঃ ছালাম খান ও মো: মিজানুর রহমান সহ প্রায় ৪০ জন বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞ বিচারকগন।

যেখানে বাংলাদেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা বিচার বিভাগ সর্বোচ্চ আসন সহ আইনের সর্ব অঙ্গনে অনন্য উচ্চতায় আসীন হয়েছেন বা হচ্ছেন সেক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যন্জক।

এ বিষয়টিকে অনুধাবন করেই নবগঠিত কমিটির সদস্যরা এ সংগঠনটির কার্যক্রম আরও গতিশীল করার পাশাপাশি তাদের নিজ বিভাগের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের আশ্বাস দেন।

এছাড়াও বিচারকদের এই ভার্চুয়াল প্লাটফর্মটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনুপ্রেরনার বাতিঘর বলেও অনেকে মন্তব্য করেন। এক্ষেত্রে বিভাগগুলোকে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে বলে অনেকে মতামত ব্যাক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জাজে’স এ্যসোসিয়শনের সদস্য হিসেবে বর্তমানে ৯৪ জন বিচারক রয়েছেন। এর মধ্যে ১৯ জন বিজ্ঞ বিচারক অধস্থন আদালতের সর্বোচ্চ পদ জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে দেশের বিভিন্ন আদালতে কর্মরত রয়েছেন। বেশ কয়েকজন জেলা জজ হিসেবে পদায়নের অপেক্ষায় রয়েছেন।

প্রায় ৪ বছর আগের এই ভার্চুয়াল প্লাটফর্মটির প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান সাতক্ষীরার যুগ্ম জেলা জজ শহীদুল ইসলাম। এরপর সংগঠনটি প্রায় দুই বছর ধরে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে। জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোঃ মঞ্জুরুল ইমাম সংগঠনটির সূচনা থেকে আহ্বায়ক হিসেবে এতদিন দ্বায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। সংগঠনটি ইতোমধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে ও কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে আইন অনুষদের ৩টি বিভাগের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং সারা বাংলাদেশ থেকে আগত সকল বিজ্ঞ বিচারকদের সমন্বয়ে দিনব্যপী একটি পুনর্মিলনী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন সফলভাবে

সম্পন্ন করেছে।

এছাড়াও সংগঠনের সদস্যরা বিভিন্ন দুস্থ, অসুস্থ ছাত্রকে সাহায্য সহ আর্তমানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে সংগঠনটির সদস্যরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মানবসেবাসহ আইন বিভাগের সাবেক ও বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বহুমুখী কল্যানে আরও বৃহৎ পরিসরে কাজ করার ইচ্ছা ব্যাক্ত করেছেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব ড.কে.এম হাফিজুল আলম নব নিযুক্ত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সূত্র: যায় যায় দিন

ইবিতে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) “টেগর এন্ড হিস লিগ্যাসি ইন দ্যা আরব ওয়াল্ড” শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ ঘটিকা থেকে রবীন্দ্র-নজরুল কলা ভবনের গগন হরকরা মিলনায়তনে আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আয়োজনে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মোত্তালিব এর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. শেখ আবদুস সালাম। সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজক কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. মোহাঃ তোজাম্মেল হোসন। সেমিনারে কি-নোট উপস্থাপক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী এন্ড পারসিয়ান বিভাগের সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. এম ইসরাত আলী মোল্লা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ মিজানুর রহমান, প্রফেসর ড. হাবিবুর রহমান (রহমান হাবিব), প্রফেসর

ড. মাহফুজুর রহমান, প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রফেসর ড. মোস্তাক আলী, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ অলী উল্যাহ, ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মোঃ কামরুল হাসান, প্রফেসর ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।সেমিনারে বক্তারা বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কর্ম ও দর্শনের উপর আলোকপাত করেন।

সেমিনারটি উপস্থাপনা করেন আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. এ.কে.এম শামসুল হক ছিদ্দিকী।

ইবিতে সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আবাসিক হল এলাকায় মধ্যরাতে সিরিজ ‘ককটেল’ বিস্ফোরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। বিক্ষোভে আবাসিক হলের পাশে অনন্ত ছয়টি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ বলে দাবি করেছেন নেতা-কর্মীরা।

বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবন এলাকা থেকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়ে প্রশাসন ভবনে ও মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব প্রদক্ষিণ করে ছাত্রলীগ টেণ্ডে শেষ হয়েছে। বিক্ষোভের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো পরিদর্শন করেন।

জানা যায়, হঠাৎ বৃহস্পতিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও লালন শাহ হলের দক্ষিণ ব্লকের পাশে থেমে থেমে ৬টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা৷ এ ঘটনার পর থেকেই আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে যায়। আবাসিক শিক্ষার্থীরা বহিরাগত কেউ হল এলাকায় এমন ককটেল বিস্ফোরণ করলো ভেবে অভ্যন্তরে ও বাহিরে লাঠি, রড, স্ট্যাম্প ও হকস্টিক টহল দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ

কক্ষে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনার সাথে সাথে মোবাইল ফোনের কল দিয়েও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য ও প্রশাসন বডির ডাকলেও না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশে এ বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগ।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয় বলেন, ‘ গতকাল আমাদের রুমের পাশে পর পর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত ঘটনা। অন্যদিকে আবার আমাদের সভাপতির ব্লকের পাশেও একই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ।আমরা রাতে প্রক্টোরিয়াল বডিকে ডেকেছি কিন্তু তাদের কোন উপস্থিতি পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিক্ষোভ করেছি।”

তিনি আরো বলেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত এ ঘটনা ঘটাচ্ছে। এতে কারা জড়িত সেটা তদন্ত করা ছাত্রলীগের কাজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজ। উপাচার্য স্যার একটি তদন্ত কমিটি ঘটন করবেন বলে আশা দিয়েছেন ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের।